কুবি উপাচার্যের মেয়ের পোষ্য কোটায় ভর্তি নিয়ে বিতর্ক

কুবি প্রতিনিধি

সংগৃহীত ছবি

কুমিল্লা বিশ্ববিদ্যালয়ের (কুবি) উপাচার্য অধ্যাপক ড. মো. হায়দার আলীর মেয়ে পোষ্য কোটায় বিশ্ববিদ্যালয়ের কম্পিউটার সায়েন্স অ্যান্ড ইঞ্জিনিয়ারিং (সিএসই) বিভাগে ভর্তি হয়েছেন। এ নিয়ে শুরু হয়েছে ব্যাপক বিতর্ক ও আলোচনা। বিশ্ববিদ্যালয় সংশ্লিষ্ট বিভিন্ন গ্রুপে মতভেদ দেখা গেছে। কেউ এটিকে নিয়মসিদ্ধ বললেও, কেউ বলছেন এরকমটা নজিরবিহীন।

জানা যায়, উপাচার্যের মেয়ে ২০২৪-২৫ শিক্ষাবর্ষে ভর্তি পরীক্ষায় ১০০ নম্বরের মধ্যে ৪৬.২৫ পেয়ে পোষ্য কোটায় সিএসই বিভাগে সুযোগ পান। যদিও নিয়ম অনুযায়ী কোটাভুক্তদের ক্ষেত্রে আলাদা মানদণ্ড থাকলেও, কুবির ইতিহাসে কোনো উপাচার্য এর আগে এই কোটা ব্যবহার করেননি।

আরো পড়ুন

কুবিতে কর্মচারীকে ছাত্রদল নেতার মারধর

বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাচার্য ও উপ-উপাচার্য দাবি করছেন, নিয়ম মেনেই ভর্তি কার্যক্রম হয়েছে। তবে বাংলাদেশ বিশ্ববিদ্যালয় মঞ্জুরী কমিশনের (ইউজিসি) সদস্য অধ্যাপক মোহাম্মদ তানজীম উদ্দিন খান বলেন, ‘এই বিষয়ে কোনো সুস্পষ্ট ব্যাখ্যা নেই, তবে উপাচার্যের মতো পদে থাকা ব্যক্তিদের উচিত এমন সুবিধা গ্রহণ থেকে বিরত থাকা।

এটি কনফ্লিক্ট অব ইন্টারেস্ট তৈরি করে।’

নিয়ম অনুযায়ী, কোনো শিক্ষকের নিকটাত্মীয় ভর্তি পরীক্ষায় অংশ নিলে সেই শিক্ষক বা কর্মকর্তা পরীক্ষায় দায়িত্ব পালন করতে পারেন না। কিন্তু কুবির কেন্দ্রীয় ভর্তি কমিটির আহ্বায়কের দায়িত্বে ছিলেন উপাচার্য নিজেই। যদিও রেজিস্ট্রার অধ্যাপক ড. মো. আনোয়ার হোসেন ও উপ-উপাচার্য

অধ্যাপক ড. মাসুদা কামাল দাবি করেন, উপাচার্য ‘এ’ ইউনিটের কোনো সরাসরি দায়িত্ব পালন করেননি এবং ইউনিটভিত্তিক দায়িত্ব আলাদা ছিল।

আরো পড়ুন

কুবিতে নবীন শিক্ষার্থীদের র‍্যাগিংয়ের অভিযোগ, তদন্ত কমিটি গঠন

এ বিষয়ে বিভিন্ন পাবলিক বিশ্ববিদ্যালয়ের রেজিস্ট্রারদের সঙ্গে কথা বলে জানা যায়, তারা বিষয়টিকে নতুন বলে মন্তব্য করেছেন। চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয়ের (চবি) রেজিস্ট্রার অধ্যাপক ড. মো. সাইফুল ইসলাম বলেন, ‘পোষ্য কোটা আমরা কেবল স্থায়ী শিক্ষক-কর্মচারীদের ক্ষেত্রেই প্রযোজ্য দেখি। এমন ঘটনা চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয়ে হয়নি।’

জাতীয় কবি কাজী নজরুল ইসলাম বিশ্ববিদ্যালয়ের ভারপ্রাপ্ত রেজিস্ট্রার অধ্যাপক ড. মিজানুর রহমান বলেন, ‘এখনো এমন কোনো পরিস্থিতির মুখোমুখি হইনি। তবে আমাদের একটি কোটাবিষয়ক কমিটি রয়েছে যারা সিদ্ধান্ত নেয়।

,

ইসলামী বিশ্ববিদ্যালয়ের রেজিস্ট্রার ড. মনজুরুল হক বলেন, ‘আমাদের পোষ্য কোটা স্থায়ী কর্মীদের জন্য প্রযোজ্য। আপনি যে পরিস্থিতির কথা বলছেন, আমাদের এখানে এমন উদাহরণ নেই।’

আরো পড়ুন

কুবিতে টেন্ডার প্রদানে ফের অনিয়ম, সরকারের গচ্ছা প্রায় সাড়ে ৮ লাখ

রেজিস্ট্রার অধ্যাপক ড. আনোয়ার হোসেন বলেন, ‘উপাচার্য বিশ্ববিদ্যালয়ের চ্যান্সেলরের নিয়োগপ্রাপ্ত ও বিশ্ববিদ্যালয়ের অন্যান্য সুবিধা গ্রহণ করেন। কোথাও লেখা নেই যে তিনি এই কোটা পাবেন না। এটি সিন্ডিকেটে আলোচনা হয়, কেউ আপত্তি জানাননি।’

তবে ইউজিসি সদস্য অধ্যাপক তানজীমউদ্দিন খান বলেন, ‘যেহেতু উপাচার্য কোনো স্থানী পদ নয়, সরকার চাইলে যেকোনো সময় সরিয়ে নিতে পারেন সেক্ষেত্রে এমন সুবিধাগুলো না নেওয়ায় ভালো। তিনি এখানে পার্মানেন্ট কর্মকর্তা না। ডেপুটেশনে আসছেন, সেখানে বড় বিতর্ক তৈরি করে। এখানে তো কনফ্লিক্ট অব ইন্টারেস্টের বিষয় আছে। এ ছাড়া, কারো নিকটাত্মীয় যদি ভর্তি পরীক্ষায় অংশগ্রহণ করেন তাহলে তিনি ভর্তি পরীক্ষা কার্যক্রমে থাকার সুযোগ নেই।’

তিনি আরো বলেন, ‘কুমিল্লা বিশ্ববিদ্যালয়ে যে বিষয়টি হয়েছে সেটি সম্পর্কে আসলে সুনির্দিষ্ট কোনো ব্যাখ্যা নেই। তবে, একজন উপাচার্যের উচিত এমন বিতর্কিত বিষয়গুলো এড়িয়ে চলা। এতে উপাচার্যের গ্রহণযোগ্যতা থাকে না।’

অন্যদিকে উপ-উপাচার্য ড. মাসুদা কামাল বলেন, ‘এ বিষয়ে স্পষ্ট নীতিমালা নেই। তবে আমরা মানবিক দৃষ্টিকোণ থেকে দেখেছি উপাচার্য তার মেয়েকে দূরে পাঠাতে চাননি। এটি বিবেচনা করা হয়েছে।’

পোষ্য কোটায় মেয়েকে বিশ্ববিদ্যালয়ে ভর্তির বিষয়ে উপাচার্য ড. হায়দার আলী বলেন, ‘আমি একা কিছু করিনি। বিষয়টি অ্যাকাডেমিক কাউন্সিল ও সিন্ডিকেটের অনুমোদন নিয়েই করা হয়েছে।’